নেপালের প্রেসিডেন্টের চলতি ভারত সফরের বিষয়ে
প্রেস বিজ্ঞপ্তি (এপ্রিল ১৭-২১, ২০১৭)

ভারতের রাষ্ট্রপতি মহামান্য শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে, নেপালের প্রেসিডেন্ট সম্মাননীয় মাননীয়া বিদ্যা দেবী ভান্ডারি ভারতে একটি রাষ্ট্রীয় সফর করছেন ১৭-২১ এপ্রিল, ২০১৭। ২০১৫ সালের অক্টোবরে নেপালের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেওয়ার পর তাঁর এটাই প্রথম রাষ্ট্রীয় সফর।

ড. প্রকাশ সরণ মাহাত, বিদেশমন্ত্রী; শ্রীমতি সীতাদেবী যাদব, শান্তিরক্ষা ও পুনর্বাসন মন্ত্রী; সংসদের প্রতিনিধিরা এবং নেপাল সরকারের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা-সহ একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল নেপালের প্রেসিডেন্টের সফরসঙ্গী হয়েছেন।

নেপালের প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো হয়েছিল ১৮ এপ্রিল। নেপালের প্রেসিডেন্ট রাজঘাটে যান এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি পরিদর্শন করেন যমুনার জৈব বৈচিত্র পার্ক, যমুনা নদীর তীরে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুরক্ষা প্রচেষ্টারও।

ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে নেপালের প্রেসিডেন্ট বৈঠক করেন ১৮ এপ্রিল। ভারতের উপ রাষ্ট্রপতি শ্রী এম. হামিদ আনসারি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতি সুষমা স্বরাজ এবং অর্থ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী অরুণ জেটলি সাক্ষাৎ করেন সম্মাননীয় মান্যবর নেপালের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। সিআইআই, ফিকি, অ্যাসোচেম-র যৌথ বাণিজ্যিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন সফরকারী বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা। ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় নেপালের প্রেসিডেন্টের সম্মানার্থে একটি রাষ্ট্রীয় ভোজ সভার আয়োজন করেন।

উভয় পক্ষ মনে করেন, ভারত-নেপাল সম্পর্ক ঐতিহাসিক , সাধারণ সাংস্কৃতিক গুণাবলী এবং দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ট ও মুক্ত পরিবেশে মানুষে মানুষে মজবুত যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তার 'প্রথম প্রতিবেশী'র নীতিকে পুনর্ব্যক্ত করেছে, এবং নেপালের সঙ্গে প্রতিটি ক্ষেত্রে সম্পর্ক মজবুত করতে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ জনগণের কল্যাণে সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তর অর্জনের জন্য নেপালের উদ্যোগকে

সমর্থন জানিয়েছে। তাঁরা শান্তি, স্থীতিশীলতা ও সার্বিক উন্নয়নের মতো জাতীয় প্রচেষ্টার জন্য বন্ধুসম নেপালে জনগনের প্রতি ভারত সরকার ও জনগনের তরফে শুভেচ্ছা জানান। সমাজের সব স্তরের সঙ্গে আলোচনা ও কথাবার্তার মাধ্যমে সংবিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নেপাল সরকারের উদ্যোগকে সমর্থন করে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ।

বৈঠককালে, নেপালের প্রেসিডেন্ট উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগযুগান্তরব্যাপী, ঘনিষ্ট ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ে তাঁদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি ভারতের বন্ধুসম নাগরিকদের প্রতি নেপালের জনগণের এবং সরকারের তরফে শুভেচ্ছা জানান। তিনি নেপালের সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিশেষ করে ভূমিকম্প-পরবর্তী সময়ে নেপালের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক সাহায্যের জন্য ভারতকে ধন্যবাদ জানান। তিনি সুনাম, বোঝাপড়া এবং পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে উভয় দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে নেপালের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে থাকার সময়ে তাঁর আতিথেয়তা এবং উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান নেপালের প্রেসিডেন্ট।

বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, বিনিয়োগ, জল সম্পদ, জ্বালানি সহযোগিতা, নিরাপত্তা, ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে পুনর্গঠন প্রচেষ্টা, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা এবং মানুষে-মানুষে যোগাযোগ-সহ উভয় দেশের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দ্বিপাক্ষিক বিনিময়ের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে উভয়পক্ষই। এই বিনিময় প্রতিফলিত করে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিষয়ে উভয় জনগনের মধ্যে সমৃদ্ধি ও উন্নয়নকেই।

উভয়পক্ষ চালু সংযোগ এবং উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়নের ইতিবাচক নিরিক্ষণ করে এবং ক্রম সীমান্ত সংযোগ প্রকল্প যেমন টেরা রাস্তার উন্নয়ন, সীমান্তে রেল সংযোগ, সমন্বিত চেক পোস্ট, সীমান্ত টপকে পেট্রোলিয়াম পণ্য পাইপলাইন-সহ সাম্প্রতিক গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পগুলির অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। নেপালের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ বাণিজ্য এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রস বর্ডার ট্রান্সমিশন লাইনের উন্নয়ন-সহ দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি সহযোগিতার প্রসার নিয়ে উভয়পক্ষ সন্তুষ্টির সঙ্গে পর্যালোচনা করে।

নেপালের প্রেসিডেন্টের এই রাষ্ট্রীয় সফরে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে দু'তরফ পর্যালোচনার সুযোগ পায় এবং পারস্পরিক সুবিধার নিরিখে ভারত-নেপাল অংশীদারিত্বের সম্পর্ক এক নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে।

নেপালের প্রেসিডেন্ট ১৯ এপ্রিল পূর্বাহ্নে রাজকোট (গুজরাত) ভ্রমণ করবেন এবং সোমনাথ ও দ্বারকধিশ মন্দিরে যাবেন ও প্রার্থনা করবেন। গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নেপালের প্রেসিডেন্টের সম্মানার্থে একটি ভোজসভার আয়োজন করবেন।

এর পর নেপালের প্রেসিডেন্ট তাঁর ওড়িশা সফরকালে ভুবনেশ্বর ভ্রমণ করবেন, ওড়িশা সরকার নারী ক্ষমতায়নে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, তা তিনি প্রত্যক্ষ করবেন এবং পুরির জগন্নাথ মন্দির ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরে প্রার্থনা করবেন। ওড়িশার রাজ্যপাল নেপালের প্রেসিডেন্টের সম্মানার্থে ভুবনেশ্বরে একটি ভোজসভার আয়োজন করবেন।

তাঁর প্রতি এবং তাঁর প্রতিনিধি দলের সদস্যদের প্রতি অনবদ্য আতিথেয়তার জন্য ভারত সরকার এবং ভারতের জনগনকে ধন্যবাদ জানান নেপালের প্রেসিডেন্ট। নেপালের প্রেসিডেন্টের বর্তমান রাষ্ট্রীয় সফর দু'দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের বিনিময়ের প্রেক্ষাপটেই এবং এটি ভারত ও নেপালের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।

নয়াদিল্লি

এপ্রিল ১৯, ২০১৭